বিশ্বস্ত পালক

(Faithful Shepherd)

আদিপুস্তক ৪৮:১৫-২২ পদ

নতুন নিয়মে আমরা প্রেরিতশিষ্য পিতরকে যীশুর বিষয় এই স্বীকারোক্তি করতে দেখি, *"আপনি সেই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"* (মথি ১৬:১৬)। আবার, যোহন ১১:২৭ পদে মার্থার স্বীকারোক্তিও আমরা দেখতে পাই, *"আপনি সেই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র।"* আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে ১৪৭ বৎসরের বৃদ্ধ যাকোবও তার মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরের বিষয় স্বীকারোক্তি করে বলেছে, *"সেই ঈশ্বর, যাঁর সামনে আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম ও ইস্হাক গমানাগমন করত- সেই ঈশ্বর, যিনি প্রথমাবধি অদ্য পর্যন্ত আমার পালক হয়ে আসছেন- সেই দূত, যিনি আমাকে সমস্ত আপদ থেকে মুক্ত করেছেন"* (আদি ৪৮:১৫-১৬)। আজ আমরা যাকোবের এই স্বীকারোক্তির অর্থ উপলব্ধি করব।

ক। ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা

সদাপ্রভুর বিষয় যাকোবের প্রথম স্বীকারোক্তি হল, তিনি যাকোবের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহাম ও ইস্হাকের ঈশ্বর। যাকোব আরও বলেছে, *"তিনিই এই বালক দুটিকে আশীর্বাদ করুন। এদের দ্বারা আমার নাম ও আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহামের ও ইস্হাকের নাম আখ্যাত হোক"* (৪৮:১৬)। এই কথার অর্থ, সদাপ্রভু কেবল যাকোব ও তার পিতৃপুরুষ অব্রাহাম ও ইস্হাকের ঈশ্বর নন, তিনি যাকোবের পুত্র ও নাতীদেরও ঈশ্বর: যোষেফের ঈশ্বর, মনঃশি ও ইফ্রয়িমের ঈশ্বর, এবং আজ পর্যন্ত তাদের সমস্ত বংশধরের ঈশ্বর। এই সত্য খুবই মূল্যবান। বাইবেলে ঈশ্বর কখনও এলোমেলো বা এলোপাতাড়ি মানুষদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, যাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই, না তা নয়; পরিবর্তে, তিনি সর্বদা পরিবার হিসাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন। আজ আমাদের মধ্যে অনেকেই এর সাক্ষী। আমাদের মধ্যে অনেকে আছি, যারা খ্রীস্টকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে প্রথম নই: আমাদের পূর্বে আমাদের পিতামাতারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন, আবার অনেকের ক্ষেত্রে কেবল আমাদের পিতামাতা নন, কিন্তু তাদের পূর্বে কয়েক পুরুষ ধরে তাদের পিতামাতারাও তাঁকে বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে, আপনি হয়ত আপনার পরিবারে প্রথম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছেন। তথাপি, আপনি যে তাঁর সঙ্গে একা সম্পর্কীত হয়েছেন, তা নয়; কারণ ঈশ্বর যে কেবল আপনার ঈশ্বর হতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা নয়, তিনি আপনার সন্তানদেরও ঈশ্বর হতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাদেরকেও যীশুকে বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি নিজের কাছে আনয়ন করেন।

এই কারণেই বিশ্বাসী আমরা আমাদের শিশু-সন্তানদের বাপ্তাইজিত করে থাকি। ঈশ্বর যদি আমাদের সাবইকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে দেখতেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করব কি না, সে বিষয়টি আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে আমাদের শিশু-সন্তানদের বাপ্তাইজিত করার কোনও অর্থই থাকত না। সে ক্ষেত্রে, তারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে খ্রীস্টে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা স্বীকার করত, তখনই কেবল তাদের বাপ্তাইজিত করা যেত। কিন্তু বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয়? ইস্হাক যতদিন পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে, ও ঈশ্বরে যতদিন পর্যন্ত না ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা স্বীকার করছে, ততদিন পর্যন্ত কি অব্রাহাম তার ত্বকছেদ করতে অপেক্ষা করেছিল? না, অব্রাহাম তা করেনি। কারণ, যে ঈশ্বরে অব্রাহাম বিশ্বাস করে তাঁর সন্তান হয়েছে, সেই ঈশ্বর অব্রাহামকে এই আদেশ করেছিলেন, *"তুমিও আমার নিয়ম পালন করবে, তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে তা পালন করবে। তোমাদের সঙ্গে ও তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করবে, তা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকছেদ করতে হবে। . . . তোমাদের প্রত্যেক পুত্র-সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হবে, . . ."* (আদি ১৭:৯-১৪)। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছায় কেবল অব্রাহাম নয়, কিন্তু অব্রাহামের ভাবী বংশের প্রত্যেক পুত্র-সন্তানের আট দিন বয়েসে ত্বকছেদ করতে আদেশ করেছেন। সেই আদেশ মেনে অব্রাহাম যেমন ইস্হাকের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছিল, ইস্হাকও তা যাকোবের প্রতি সাধন করেছিল। অবশ্যই, এই ত্বকছেদ কিন্তু আশীর্বাদের স্বয়ংক্রিয় গ্যারান্টি ছিল না, যেমন বাপ্তিস্মও নয়। আমরা জানি, ইশ্মায়েল ও ইস্হাক, উভয়েরই শারিরীক ত্বকছেদ করা হয়েছিল, কিন্তু ইশ্মায়েল বড়ো হলেও, তার হৃদয় নতুনীকৃত হয়নি। আবার, এষৌ ও যাকোব, তাদের শৈশবে উভয়েরই শারিরীক ত্বকছেক করা হয়েছিল, কিন্তু একই ভাবে তারা বড়ো হলে, দেখা গেছিল, ঈশ্বর এষৌর হৃদয় নতুনীকৃত করেননি। এ ক্ষেত্রে ইশ্মায়েল ও এষৌ আশীর্বাদের আকার ধারণ করলেও, সেই আশীর্বাদের বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি।

তাই, পুরাতন নিয়মে যখন খ্রীস্টবিশ্বাসীদের শিশু সন্তানদের ত্বকছেদ করা হত, তখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার বিষয় তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে ভিত্তি করে তা করা হত না, পরিবর্তে, তা ছিল তাদের পিতামাতাদের সেই বিস্ময়কর বিশ্বাসের কাজ, যা ঘোষণা করত, সদাপ্রভু তাদের সন্তানদেরও ঈশ্বর হতে চান। এটা কত আশ্চর্য বিষয় যে, আমাদের পবিত্র ঈশ্বর, যিনি বিশ্ব-ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের সন্তানদেরও ঈশ্বর হতে ইচ্ছুক! একই ভাবে বিশ্বাসী আমরা যখন আমাদের সন্তানদের বাপ্তাইজিত করি, তখনও একই কাজ করে থাকি, এবং পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের দ্বারা প্রচারিত ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাকে আমরা ঘোষণা করি: ***"মন ফিরাও ও তোমাদের প্রত্যেকজন তোমাদের পাপমোচনের জন্য যীশু খ্রীস্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহলে, পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য, যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডেকে আনবেন"*** (প্রেরিত ২:৩৮-৩৯)। আমাদের ঈশ্বর কেবল আমাদের প্রতি নন, কিন্তু আমাদের সন্তানদের প্রতিও বিশ্বস্ত, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি যাদের মনোনীত ও আহূত করেছেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি খ্রীস্টে বিশ্বাসের উপহার দেবেন।

তাই আমরা যখন আমাদের শিশু সন্তানদের বাপ্তাইজিত করি, তখন তার দ্বারা আমরা যে কথা ঘোষণা করি, তা হল, আমাদের সন্তানরাও আমাদের ন্যায় একই প্রত্যাশার অধিকারী, আমাদের নিজেদের অধার্মিকতা বা অপবিত্রতা সে পথে বাধা হতে পারে না, কারণ আমাদের বিশ্বস্ত ঈশ্বর তা প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঈশ্বরের করুণার সুসমাচার আমাদের ন্যায় তাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। যে ঈশ্বর আমাদের থেকেও আমাদের সন্তানদের বেশি ভালোবাসেন, তিনি তাদের হাজার চ্যুতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দত্তকপুত্র/কন্যা হিসাবে মানুষ করতে সক্ষম। তারা যদিও তাদের পিতামাতা আমাদের কাছ থেকে অনেক বিকৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, কিংবা নিজেরা নতুন নতুন বিকৃতি অর্জন করে চলেছে, তথাপি ঈশ্বর পারেন তাদের স্পর্শ করতে, পরিবর্তিত করতে, যেমন তিনি আমাদের প্রতিও করেছেন। আমাদের ঈশ্বর আমাদের পরিবার হিসাবে গ্রহণ করেন ও খ্রীস্টে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেন।

খ। পালক ঈশ্বর

ঈশ্বর সম্বন্ধে যাকোবের দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি হল, ***ঈশ্বর হলেন যাকোবের পালক, যিনি সমস্ত আপদ থেকে তাকে মুক্ত করেছেন*** (৪৮:১৫-১৬)। এখানে ***'আপদের'*** জন্য যে হিব্রু শব্দ *(ra)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ কেবল ***'নৈতিক মন্দতা'*** নয়, কিন্তু ***'পরিস্থিতিগত মন্দতাও'*** এর অন্তর্গত। তাই আদি ৩১:২৯ পদে এই শব্দের অনুবাদ ***'ক্ষতি'*** করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাকোবের ঈশ্বর কি যাকোবকে তার সমস্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন? এই পাপে পতিত পৃথিবীতে লোকেরা যে সমস্ত মন্দ ঘটনার সম্মুখীন হয়, যাকোব কি তাদের কোনও একটিরও মুখোমুখি হয়নি?

না, যাকোবও তাদেরই ন্যায় বিভিন্ন মন্দ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। যাকোব ইতিমধ্যে তার জীবনে সবথেকে কষ্টকর দুটি ঘটনার কথা বলেছে, (১) তার প্রিয়তম স্ত্রী রাহেলের মৃত্যু, ও (২) তার প্রিয়তম পুত্র যোষেফকে সে হারিয়েছে। এছাড়াও তার জীবন ছিল বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। তাহলে, যাকোব এখানে কী বলতে চেয়েছে? ***"যিনি সমস্ত আপদ থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন,"*** এই কথার অর্থ কী? যাকোব এখানে যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, মন্দের সমস্ত কার্যকারীতা থেকে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, যাকোবের জীবনে কোনও মন্দ ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু সেই সমস্ত মন্দ ঘটনা যাকোবের জীবনে ঈশ্বরের দ্বারা উত্তমের জন্য কাজ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে। এখানে 'মুক্ত করার' জন্য যে হিব্রু শব্দ *(ga'al)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, যে ব্যক্তি নিজের অক্ষমতা বা দুর্ভাগ্যের কারণে সমস্ত কিছু হারিয়েছে, এমনকী তার বিষয়-সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে বা নিজে অন্যের ক্রীতদাস হয়েছে, কিন্তু তার কোনও নিকট আত্মীয় ব্যক্তিগত ক্ষতিস্বীকারের দ্বারা তার সেই বিষয়-সম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করে তাদের ফেরত দিয়েছে বা ক্রীতদাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধার করেছে (লেবীয় ২৫:২৫, ৪৭-৪৯)।

তাই, যাকোব এখানে যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, যাকোবের জীবনে যে সমস্ত মন্দ বা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, ঈশ্বর তাদের প্রত্যেকটিকে যাকোবের কল্যাণে ব্যবহার করেছেন। সেই সমস্ত আপদ তার জীবনকে ধ্বংস করতে পারেনি, পরিবর্তে ঈশ্বর সেই সমস্ত আপদকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, এখন তাদের থেকে উত্তম সাধিত হয়ে চলেছে। কোনও ব্যথা বা দুঃখ যাকোবের প্রতি বেকার বেকার ঘটেনি। যাকোবের পার্থিব প্রবাসকালে তার ঈশ্বর পালক হয়ে সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন, তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, তৃণভূষিত চরাণীতে চালনা করেছেন, মৃত্যুছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করালেও তা থেকে তিনি তাকে রক্ষা করেছেন, যাকোব জানে তার জন্য কেবল মঙ্গল ও দয়াই অপেক্ষা করে আছে (গীত ২৩)। যাকোব ১৪৭ বৎসর ধরে বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছে। আমাদের ঈশ্বর কত বিশ্বস্ত প্রভু ও পালক তা উপলব্ধি করতে যাকোবের সময় লেগেছে।

গ। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু

দীর্ঘ ১৪৭ বৎসরের প্রবাসকাল এই পৃথিবীতে যাপন করার পর যাকোবের এই পৃথিবী ত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্বে যাকোব তার সেই বিশ্বস্ত, পালক, ও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার সন্তানদের দিয়ে গেছে। আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যাকোবের ঈশ্বরের সেই সমস্ত আশীর্বাদের অধিকারী। কারণ, আমরা যাকোবের আধ্যাত্মিক বংশধর, ঈশ্বরের ইস্রায়েলের সদস্য/সদস্যা। গালাতীয় ৬:১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে চলবে, তাদের উপরে শান্তি ও দয়া বর্তুক, ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে বর্তুক।"*** খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যাকোবের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে এই সত্য উপলব্ধি করতে ও সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত পালক এবং আমাদের জীবনে যে সমস্ত মন্দতা ঘটে, তিনি তাদের উত্তম পথে ব্যবহার করেন। সমস্ত মন্দতা থেকে আমাদের মুক্ত করতে, আমাদের মুক্তিদাতা হতে ঈশ্বরকে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে, তা আমরা যাকোবের থেকেও ভালো জানি।

আমাদের ঋণমুক্ত করতে, আমাদের নিকট আত্মীয় হবার জন্য ঈশ্বরের নিজের একমাত্র পুত্রকে পিতার স্বর্গীয় সুখ ত্যাগ করে এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তিনি জগতের ঘৃণা ও শত্রুতার বলি হয়েছিলেন, অন্ধকারের দিনগুলিতেও পিতা-ঈশ্বরে আস্থা রাখার প্রশিক্ষণ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল (ইব্রীয় ৫:৮-৯)। তিনি ছিলেন সেই শরীরের অধিকারী যার উপর পাপের নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল। তাঁর পিঠে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, তার হাতে ও পায়ে পেরেক বসানো হয়েছিল, তাঁর কুক্ষিদেশে বর্শাঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু কেবল শারিরীক অত্যাচার নয়, মানসিক ভাবেও তাঁর উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস এবং পরিত্যাগ করার দ্বারা তাঁর হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। নিজে উত্তম মেষপালক হয়ে তিনি তাঁর মেষদের স্থান নিজে গ্রহণ করেছেন যেন মৃত্যুছায়ার উপত্যকার বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। এমনকী তাঁকে তাঁর পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত পর্যন্ত হতে হয়েছিল, যেন পাপের বন্দিত্ব থেকে আমরা মুক্ত হই, এবং আমাদের পাপের দ্বারা আমরা যে অধিকার হারিয়েছিলাম, তা যেন ফিরে পাই। আমাদের সমস্ত পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করে সমস্ত মন্দ থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর নিখুঁত পবিত্রতা ও ধার্মিকতা পরিধান করিয়েছেন। হ্যাঁ, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেছেন, আমাদের জন্য ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন।

এখানেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যাকোবের এই স্বীকারোক্তির গভীরতা উপলব্ধি করি। যাকোব তার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কারণ তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে সে পার্থিব প্রবাসকালের অর্থ উপলব্ধি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে, এবং যিনি তার জীবনে ও মরণে তার সহবর্তী হবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁকে যাকোব ব্যক্তিগত ভাবে জেনেছে। পালক হিসাবে যে ঈশ্বর যাকোবের জীবনের প্রতিটি দিন যাকোবের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি যাকোবের মৃত্যুতেও যাকোবকে ত্যাগ করবেন না। যে মুক্তিদাতা ঈশ্বর যাকোবের পাপ ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন, তিনি যাকোবের শেষ শত্রু, তথা মৃত্যুর কাছে যাকোবের আত্মার উপর তাঁর মালিকত্ব ছেড়ে দেবেন না। যাকোবের যৌবনে ঈশ্বর তার প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা সেই মহাজাতি ও দেশের থেকে অনেক মহৎ ও গভীর ছিল, সেই প্রতিজ্ঞা হল **মৃত্যু পর্যন্ত যাকোবের পথপ্রদর্শক** হবার প্রতিজ্ঞা এবং **অনন্তকালের জন্য তার ঈশ্বর** হবার প্রতিজ্ঞা (গীত ৪৮:১৪)। মৃত্যুর পূর্বে যাকোব উপলব্ধি করেছে যে, অনন্তকালের জন্য তাঁর গৃহে বসবাসের জন্য স্বাগত জানাতে ঈশ্বর যাকোবের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন (গীত ২৩:৬)।

আমরা সকলেই মৃত্যুর উদ্দেশে এগিয়ে চলেছি। আমরা কেউই জানি না, কে কতদিন এই পৃথিবীতে থাকব। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আমরা কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি নিশ্চিত যে আমাদের মৃত্যুর পর আমরা তাঁর কাছেই যাব? আমরা জানি, আমাদের মৃত্যুর পর অনন্তকাল বসবাসের জন্য কেবল দুটি স্থান আছে, হয় স্বর্গ, নয় নরক। আমরা কেউই নরকে যেতে চাই না। কিন্তু স্বর্গে যেতে হলে, আমাদের পার্থিব প্রবাসকালে যাকোবের ন্যায় ঈশ্বরকে আমাদের বিশ্বস্ত, পালক ও মুক্তিদাতা হিসাবে জানতে হবে। তা যদি হয়, তবেই আমরা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল কাটাবার নিশ্চয়তা লাভ করব। (উদাহরণ: বোকা ও জমিদারের গল্প। এক জমিদার ছিল, আর ছিল এক মস্ত বড়ো বোকা। জমিদারের চিন্তায় সেই বোকার মতো আর কোনও বোকা পৃথিবীতে ছিল না। একদিন সেই জমিদার সেই বোকাকে একটা লাঠি দিয়ে এই কথা বলেন, তুই যদি তোর থেকে আরও বোকা কোনও লোকের খোঁজ পাস, তবে তাকে এই লাঠিটা উপহার দিস। বোকা জমদারের কথা মতো দেশের সর্বত্র তন্নতন্ন করে তার থেকেও বোকাকে খুঁজে বেড়ায়। কয়েক বছর কেটে গেলেও সে তার থেকে বেশি বোকার সন্ধান পায় না। শেষে সে আবার জমিদারের কাছে লাঠি হাতে ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে দেখতে পায়, জমিদার বাবু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। লাঠি হাতে বোকাকে ফিরে আসতে দেখে জমিদার মুচকি হাসি হাসে। যাইহোক বোকা জমিদারের কুশল জিজ্ঞাসা করল। তখন জমিদারের উত্তর, আমি দূর দেশে যেতে চলেছি, কিন্তু এই যাত্রার জন্য আমি কোনও প্রস্তুতি নিতে পারিনি। যদিও অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু আমি তাদের কাজে লাগাইনি। বোকা তখন তাকে বলল, আপনি জানতেন আপনাকে সেখানে যেতে হবে, সেখানে যাবার জন্য আপনি প্রস্তুতিও নিতে পারতেন, তথাপি আপনি কোনও প্রস্তুতি নেননি? জমিদার যখন সেই কথার ইতিবাচক উত্তর দিলেন, বোকা নিজের হাতের লাঠিটা জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, জমিদার বাবু, আমার মনে হয় আপনিই এই লাঠি পাবার যোগ্য ব্যক্তি)। আপনি আপনার মৃত্যুর পর অনন্তকাল কোথায় কাটাবেন, সে বিষয়ে আপনি যদি অনিশ্চিত হন, আজই হল সেই দিন, যে দিনে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন। তিনি তাঁর সার্বভৌমত্বে আজ এই বাক্য আপনাকে শুনিয়েছেন, তাই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত ও ধার্মিকতায় আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন।

অন্যদিকে, আপনি যদি এই ঈশ্বরে ইতিমধ্যেই আস্থা স্থাপন করে থাকেন, মনে রাখবেন তিনি আপনার বিশ্বস্ত পালক, যিনি আপনার সমস্ত আপদ থেকে আপনাকে মুক্ত করবেন। এর অর্থ, এখন আপনার জীবনে যে সমস্ত মন্দ ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলিও তাঁর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ঘটে চলেছে, তাদের কোনটাই অনর্থক নয়। তারা অবশ্যই মন্দ। আর একথাও সত্য যে আমরা মন্দ ও পাপে-পতিত পৃথিবীতে অবস্থান করছি। কিন্তু খ্রীস্টের ক্রুশ ও পুনরুত্থানের ন্যায়, গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলো ফোটাতে সক্ষম, কুৎসিত মন্দতা থেকে সুন্দর উত্তমতাকে তৈরী করতে পারেন, ব্যাধি থেকে আরোগ্য দিতে সক্ষম। তিনি আমাদের উত্তম মেষপালক হয়ে পৃথিবীতে আমাদের শেষ দিন পর্যন্ত পরিচালনা করেন, এবং শেষে খ্রীস্টের সেই উত্তরাধিকারে অংশ নিতে স্বাগত জানাবেন, যেখানে আমাদের জীবনের সমস্ত মন্দতা উত্তমতায় পরিবর্তিত হবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com